সকল উপাসকের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ এই প্রকার উক্তি স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে এবং সেই স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র একাদশী জাগরণ প্রসঙ্গে ও শ্রীপ্রহ্লাদ সংহিতাতেও শ্রীবৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উক্তি আছে।—

ন শৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্য দেবতাভক্তো ভবেদ্ ভাগবতোপমঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্‌ভক্তের তুল্য সূর্য্য উপাসক নয়, শিব উপাসকও নয়, ব্রহ্মার উপাসকও নয় অথবা শক্তি উপাসকও নয়। অধিক কি অন্য দেবতামাত্রের ভক্তই শ্রীভগবদ্‌ভক্তের তুল্য নহে। পূর্ব্বে পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বোপাসকেরই ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে—সেই সেই সূর্য্যাদি দেবগণের উপাসনাই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু নহে, কিন্তু ঐ সূর্য্যাদি দেবগণকে যদি ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই সকল উপাসনা হইতে বিশুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাবের দ্বারাই হউক্ অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে মরণাদি প্রভাবেই হউক্, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তাহা ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনায় শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। সূর্য্য আরাধক দেবশর্ম্মা এবং চন্দ্রশর্ম্মার প্রস্তাবে শ্রীভগবান্ শ্রীসত্যভামার নিকটে বলিয়াছেন—হে দেবি! সেই বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রভাববলে ধার্ম্মিকপ্রবর দেবশর্ম্মা ও চন্দ্রশর্ম্মা নামে দুইটি সূর্য্যভক্ত আমাতে পরম ভক্তিলাভ করতঃ আমার পার্ষদগণকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠধামে নীত হইয়াছিল। যাবজ্জীবন সেই দুইটি মহাত্মা যে সূর্য্যপূজাদি করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের প্রতি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম—পদ্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে, এইস্থলে ক্ষেত্রবাস বলিতে মায়াপুরীতে বাসই বুঝিতে হইবে। সেই দেবশর্ম্মা এবং চন্দ্রশর্ম্মাই শ্রীকৃষ্ণাবতারে সত্রাজিৎ এবং অক্রূর নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার পুণ্ডরীক নামে কোনও ভক্তের পিতৃসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির কথা যে উল্লেখ আছে, তাহাতেও এইরূপ সিদ্ধান্তই যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবদন্তর্যামিত্বদৃষ্টিতে পিতৃসেবা করাতে শ্রীভগবানের সন্তোষ এবং ভগবৎ-সন্তোষে বিশুদ্ধ ভক্তিলাভ, পরে বিশুদ্ধ ভক্তিতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনা করিলে যে শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে শ্রীভগবৎগীতোপনিষদে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে। যথা—